প্রতিধ্বনি the Echo
A Journal of Humanities & Social Science
Published by: Dept. of Bengali
Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: www.thecho.in

‘পদ্মিনী উপাখ্যান’ ও টডের ‘রাজস্থান’ : তুলনামূলক পাঠ

মৌসুমী দাস

Abstract

2nd James Tod, the writer of the ‘Rajasthan’ influenced Rangalal Bandopadhya by the glorious story of Rajputs. Rangalal composed many of his writing from Rajasthan. He had added more flavour to his creations and discarded some incident from Tod. ‘Pandmini Upakhyan’ was the first historical modern kavya in the Modern age of Bengali Literature. I have compared ‘Pandmini Upakhyan’ with Tod’s Rajasthan. How and why Rangalal compossed ‘Pandmini Upakhyan’, I have tried to elaborate in this paper.

রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় উনিশ শতকের কবি। যে শতকে বাঙালি জনমানসে জোয়ার তুলেছিল বৃটিশবিরোধী ভাবধারা, প্রতিটি স্বাধীনতাকামী শিক্ষিত অশিক্ষিত বাঙালির হৃদয়ের কোণে ধ্বনিত হচ্ছিল মুক্তির বার্তার স্পন্দন-রঙ্গলাল সে সময়ের কবি। আঠার শতক পর্যন্ত দেব-দেবীর জয়গানে কবিকূল আপ্লুত হয়েছিল। উনিশ শতকে ঘটল মানব তথা মানবতার জয়গান। ব্যক্তি স্বাধীনতা ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের প্রতিষ্ঠা ঘটল আধ্যাত্মিকতার বিপরীতে, দেবতা মানুষে পরিণত হল। যুক্তি-তর্ক-বিজ্ঞান-ইতিহাসের আলোকে মানুষ নতুন করে সন্ধান করতে শুরু করল প্রাচীন কাব্য-মহাকাব্য, আখ্যান, উপাখ্যান, জনশ্রুতিতে। কবি রঙ্গলালও এই অনুসন্ধিৎসার বশবর্ত্তী হয়ে স্বাধীন ভারতের স্বপ্নে বিভোর হয়ে বাংলার যুবমনে স্বাধীনতার দীপ জ্বালাতে চাইলেন। এবং তারজন্য তিনি কাব্য বা মহাকাব্যকে নির্ভর না করে বেছে নিলেন ভারতীয় প্রাচীন ইতিহাসকে। ইতিহাস সম্পর্কে বলা হয়েছে---

ধর্ম্মার্থকাম মোক্ষাণামুপদেশ সমন্বিতম্।
পূর্ব্ববৃত্ত কথাযুক্তমিতিহাসং প্রচক্ষতে।।[১]
(রা।। ১/১৫০ অতিরিক্ত পাঠ)

অর্থাৎ, ধর্ম্ম, কাম, অর্থ, মোক্ষ-এই চতুবর্গের উপদেশ সমন্বিত পূর্ব্ববৃত্তান্তই ইতিহাস। ইতিহাসের দ্বারা কাম অর্থাৎ মানুষের ইচ্ছার পূরণ করা সম্ভব হয়। আসলে মানুষের জীবনের ঘটনাবলী নিয়েই রচিত হয় ইতিহাস, যেখানে নিরপেক্ষ ও সত্যঘটনার প্রকাশ থাকে। রঙ্গলাল নিজেকে ঐতিহাসিক মর্মমূলে স্থাপন করে জাতীয় সভ্যতার ইতিহাস গড়তে উৎসাহ বোধ করেছেন, তাঁর স্বাধীনতার স্বপ্ন পূরণ করতে চেয়েছেন, মানুষের মনে স্বাধীনতার আকাঙ্খা গড়ে তুলতে চেয়েছেন। এ প্রসঙ্গে পদ্মিনী উপাখ্যানের ভূমিকায় তিনি স্পষ্টীকরণ দিয়েছেন ---

"আমি এতদ্দেশীয় প্রাচীন পুরানেতিহাস হইতে কোন উপাখ্যান না লইয়া আধুনিক রাজপুত্রেতিহাস হইতে তাহা গ্রহণ করিলাম, ইহার কারণ কি? --- এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে পুরাণেতিহাস বর্ণিত বিবিধ আখ্যান ভারতবর্ষীয় সর্ব্বত্র সকল লোকের কণ্ঠস্থ বলিলেই হয়, ... ভারতবর্ষের স্বাধীনতার অন্তর্দ্ধান-কালাবধি বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্তেরই ধারাবাহিক প্রকৃত পুরাবৃত্ত প্রাপ্তব্য। এই নির্দিষ্ট কালমধ্যে এ দেশের পূর্ব্বতন উচ্চতম প্রতিভা ও পরাক্রমের যে কিছু ভগ্নাবশেষ তাহা রাজপুতানা দেশেই ছিল। বীরত্ব, ধীরত্ব, ধার্ম্মিকত্ব প্রভৃতি নানা সদগুণালঙ্কারে রাজপুতেরা যেরূপ বিমণ্ডিত ছিলেন, তাঁহাদিগের পত্নীগণও সেইরূপ সতীত্ব, বিদুষীত্ব এবং সাহসিকত্বগুণে প্রসিদ্ধ ছিলেন। অতএব স্বদেশীয় লোকের গরিমা প্রতিপাদ্য পদ্যপাঠে লোকের আশু চিত্তাকর্ষণ এবং তদ্দৃষ্টান্তর অনুসরণে প্রবৃত্তি প্রধাবন হয়, এই বিবেচনার উপস্থিত উপাখ্যান মৎকর্তৃক রচিত হইল।"[২]

বাঙালি যুবসমাজ সজাগ হোক, তাদের অধিকার বোধের জ্ঞানের আলোক প্রজ্বলিত হোক এবং ঔপনিবেশিক শাসকবৃন্দের অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাড়ানোর শক্তি সঞ্চয় করুক - এই আশা নিয়েই রঙ্গলালের কাব্যপথে যাত্রা। এককথায় বাঙালির আত্মবিস্মৃতি মোচনের জন্য রঙ্গলাল মোক্ষম দাওয়াই হিসেবে ইতিহাসকে নির্ভর করলেন কারণ ইতিহাস সংস্কৃতির পূর্ণ পরিচয় অথবা বলা যায় একটি জাতির জাগ্রত চেতনা যা সমাজ, সাহিত্য, শিল্প, সংস্কৃতির দর্পণস্বরূপ।

রঙ্গলাল রাজস্থান ইতিহাস নিয়ে 'পদ্মিনী উপাখ্যান', 'শূরসুন্দরী' ও 'কর্মদেবী' - এই তিন খানা আখ্যান কাব্য রচনা করেন। 'পদ্মিনী উপাখ্যান' রচনার ইতিহাস বর্ণনা প্রসঙ্গে গ্রন্থের ভূমিকায় তিনি উল্লেখ করেছেন যে কুন্তীর প্রসিদ্ধ জমিদার কালীচন্দ্র রায় চৌধুরী ও রাজা সত্যচরণ ঘোষাল বাহাদুরের অনুরোধক্রমে কবি টডের গ্রন্থাবলম্বনে এই কাব্যগ্রন্থ রচনায় উদ্বুদ্ধ হন। তিনি উল্লেখ করেন ---

"আমি উভয়োক্ত মহাত্মার অনুরোধে কর্ণেল টড্ বিরচিত রাজস্থান প্রদেশের বিবরণ পুস্তক হইতে এই উপাখ্যানটি নির্বাচিত করিয়া রচনারম্ভ করিয়াছিলাম।"[৩] অতীত গৌরব গাঁথার জন্য রাজস্থান ও মারাঠা-ভারতের এই দুটো প্রদেশ অতুলনীয়। তাই কবি শুধু রসচর্চার জন্য নয় বরং স্বাদেশিক চেতনার বশবর্ত্তী হয়েই রাজস্থানকে তাঁর কাব্যের বিষয়বস্তু হিসেবে নির্বাচিত করেছিলেন।

রাজস্থানের অতুল সম্পদ এবং অতুলনীয়া রাণী পদ্মিনী বিদেশীর করতলগত করার প্রবল বাসনা পদ্মিনী উপাখ্যানের মূল কথা। এবং তার জন্য বিপুল সংগ্রাম, রক্তারক্তি, অসংখ্য প্রাণের বলিদান; এমনকি অবশেষে পদ্মিনীর এগারোটি সন্তান, রাজা ভীমসিংহসহ পদ্মিনীর আত্মবিসর্জনে পদ্মিনী ও উপাখ্যানের সমাপ্তি। বিদেশী রাজ্য অধিকার করলেও রাজলক্ষীস্বরূপিনী পদ্মিনীকে লাভ করতে পারেনি। বরং যখন তারা চিতোর দখল করল, তখন সেখানে বিরাজ করছে শ্মশানের ভয়াবহ শূন্যতা!!

টডের রাজস্থানে আলাউদ্দীনের চিতোর আক্রমণের কারণ হিসেবে তিনি উল্লেখ করেছেন---

"The Hindu bard recognizes the fair, in preference to fame and lore of conquest, as the motive for attack at Alla-O-din, who limited his demand to the possession of Pudmini, though this was a logn and fruitless seize." [৪]

রঙ্গলাল 'পদ্মিনী উপাখ্যানে' টডকে অনুসরণ করেছেন। কাব্যের প্রারম্ভে টডের বর্ণনানুসারে তিনিও সাল-তারিখ এবং ঘটনা সংক্ষেপে বর্ণনা করেছেন। টড তার গ্রন্থে এভাবে উল্লেখ করেছেন ---

'Lakumsi succeeded his father in S. 1331 (A.D. 1275), a memorable era in the annals, when chetore, the repository of all

that was precious yet untouched of the arts of India, was stormed, sacked and treated with remorseless barbarity, by the Pathan emperor, Alla-O-din.

Beemsi was the uncle of the young Prince, the protector during his minority. He had espoused the daughter of Hamir Sank (chohan) of Ceylon, the cause of woes unnumbered to the Sesodias. Her name was Pudmini, a title bestowed only on the superlatively fair and transmitted with renown to posterity by tradition and the song of the bard. His beauty, accomplishments, exaltation and destruction with other incidental circumstances constitute the subject of one of the most popular traditions of Rajwara'.[৫]

রঙ্গলালও পদ্মিনী উপাখ্যানের সূচনায় এ প্রসঙ্গ উল্লেখ করেছেন ---

তের শত একত্রিংশ সংবৎ বৎসরে।
করিত লক্ষ্মণসিংহ সিংহাসনোপরে।।
কুমার লক্ষ্মণ নহে প্রাপ্ত ব্যবহার।
রাজ্য করে ভীমসিংহ পিতৃব্য তাঁহার।।
যাঁর প্রিয়তমা সে পদ্মিনী মনোরমা।
রূপে, গুণে, জ্ঞানে, অবনীত অনুপমা।।
যাঁহার রূপের কথা শুনি দিল্লীপতি।
চিতোর ঘেরিল আসি হয়ে ক্ষিপ্তমতি।।
রাজ্যলোপ, বংশলোপ প্রাপ্ত হয় তায়।
ব্যানমাতা রাক্ষসীর ক্ষুধার জ্বালায়।।
তথাপি পদ্মিনী সতী, সতীত্ব রতন।
নাদিলেন যবনেরে করি প্রাণপণ।।
অতুলিত রূপ, গুণ, সতীত্ব সহিত।
অর্পিলেন অগ্নিবাসে রাখিতে সহিত।।[৬]

পদ্মিনীর পিতৃকূল বর্ণনায় রঙ্গলাল টডের পরিপন্থী হয়ে বর্ণনা করেছেন---

'.....
চৌহান কুলের দীপ, সিংহল দ্বীপের নৃপ,
বিখ্যাত হামির শঙ্খ রায়।।
তাঁর কন্যা মনোরমা তিলোত্তমা কিংবা রমা,
পদ্মিনী সৌন্দর্য্য সার-ভাগ।
ভীমসিংহে দুহিতায়, দিলেন হামির রায়,
সহ যথাযোগ্য অনুরাগ।।' (পদ্মিনী বর্ণন)[৭]

আলাউদ্দীনের বিশ্বাসঘাতকতা যা চিতোর নগরী ধ্বংস ও ভীমসিংহ পদ্মিনীর মৃত্যুর কারণ সে সম্পর্কে টড লিখেছেন---

'The Rajpoot unwilling to be out done in confidence accompanied the king to the foot of the fortress, a midst many complimentary excuses from his guest at the trouble he thus occasioned. It was for this that Alla risked his own safety, relying on the superior faith of the Hindu. Here he had an ambush; Bheemi was made prisoner, hurried away to that Tatar camp and his liberty made dependent on the surrender of Pudmini.'[৮]

রঙ্গলাল উক্ত ঘটনাটি পদ্মিনী উপাখ্যানের 'ভীমসিংহের বন্ধন-দশা'য় বর্ণনা করেছেন এভাবে ---

'সরল সুধীর হিন্দু নৃপচূড়ামণি।
শান্তি হেতু দেখালেন আপন রমণী।।
রাখিবারে রাজনীতি আইলেন সংগে।
সন্ধি অভিলাষে ভাসে আহ্লাদ-তরঙ্গে।।
দুরন্ত পাঠানপতি পেয়ে তারে করে।
সেইক্ষণে কারাগারে লয়ে বদ্ধ করে।।'[৯]

আলাউদ্দীন ভীমসিংহকে বন্দী করে কারাগারে আবদ্ধ করে রাখবার পর, তাকে আলাউদ্দীন আবার শর্ত আরোপ করেন ---

"এখানো পদ্মিনী আনি দাওহে রাজন।
যদি তারে নাহি পাই করিলাম পণ।।
সকলের আগে তব বধিব জীবন।।
....
রাজপুত-কূলে নারাখিব একজন।
পশ্চাতে পদ্মিনী হরি করিব প্রস্থান।।
....
অতএব বৃথা কেন বাড়াইবে গোল।

পদ্মিনীর এনে দাও রাখ মম বোল।।
সব দিক্ রক্ষা পাবে হইবে মঙ্গল।
একেবারে নিবে যাবে সমর-অনল।।"[১০]

পদ্মিনী উপাখ্যানে কবি রঙ্গলাল যে অলৌকিক কাহিনির অবতারণা করেছেন সে টডের গ্রন্থ থেকেই প্রাপ্ত। টড বর্ণনা করেছেন---

'The poet has found in the disastrous issue of this seize admirable materials for his song. He represents the Rana, after an arduous day, stretched on his pallet and during a night of watchful anxiety, pondering on the means by which he might preserve from the general destruction one at least of his twelve sons; when a voice broke on his solitude, exclaiming "Myn bhooka ho", (I am hungry) and raising his eyes, he saw, by he dim glare of the cheragh, (lamp) advancing between the granite columns, the majestic form of the guardian goddess of cheetore. "Not satisfied", exclaimed the Rana, 'though eight thousands of my kin were late an offering to "thee?"--- "I must have regal victims; and if twelve who "wear the diadem" bleed not for cheetore, the land will pass from the line, "This said, she Vanished'.[১১]

রঙ্গলাল এ কাব্যের 'পুনর্যুদ্ধ ও দৈববানী'-তে এঘটনাকে এভাবে ব্যক্ত করেছেন—

একদা ক্ষণদাগত, আলস্য নয়ন পথে,
করিলে পলক-দ্বাররোধ।
দেখিলেন কালীমূর্তি, স্তম্ভ হতে পেয়ে স্ফুর্ত্তি,
কহিতেছে বচন সক্রোধ।।
'শুন ভীম বাক্য মোর, মঙ্গল হইবে তোর,
যদি ক্ষুধা নিবার আমার।
ক্ষুধায় জ্বলিয়া মরি, দেরে খাদ্য ত্বরা করি,
নর-মেদ-রক্ত উপহার।।"
রাজা কন, "হে চামুণ্ডে অগণিত সৈন্যমুণ্ডে,
ক্ষুধা-শান্তি না হলো তোমার!
আর কি খাইবে কালি? সকলি দিয়াছি ডালি,
রক্ষ রাজ্য হয় ছারখার।।"
দেবী কন, "মহাযশ, আছে পুত্র একাদশ,
মম গ্রাসে কর সমর্পণ।
পরিতৃপ্ত হব তায়, তোমর ঘুচিবে দায়,
যদি রাখ আমার বচন।।
তিনদিন পুত্রগণে বসাইয়া সিংহাসনে,
রাজ্যাস্পদে করিবে বরণ।
ক্রমে একাদশজন, প্রাণপণে করি রণ,
মম গ্রাসে হইবে পতন।।"[১২]

কাব্যের সমাপ্তি পর্বে টড উল্লেখ করেছেন ভীমসিংহের মৃত্যুর পর অজয়সিংহ ভীলয়ারা প্রদেশে গমণ করেন। রঙ্গলাল তাঁর কাব্যে এ সম্পূর্ণ ঘটনার বিবরণ দিয়েছেন। কবি রঙ্গলাল টডের গ্রন্থকে আশ্রয় করে লিখলেও কিছু ঘটনার সংযোজন তিনি করেছেন। বলা হয়ে থাকে যে --- 'নাল্পে সুখমস্তি, ভূমৈব সুমম্' কবির যদি নিজস্ব কোনো বক্তব্য না থাকে, তাহলে সে কাব্য অনন্য সাধারণ হয়ে উঠতে পারেনা। রঙ্গলালের মূল উদ্দেশ্য ছিল স্বাধীন ভারত! তাই তিনি ভীমসিংহের মুখ দিয়ে বিখ্যাত সেই উক্তি উদ্ধৃত করালেন ---

'স্বাধীনতা-হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে,
কে বাঁচিতে চায়?
দাসত্ব-শৃঙ্খল বল কে পরিবে পায় হে,
কে পরিবে পায়?
কোটিকল্প দাস থাকা নরকের প্রায় হে,
নরকের প্রায়।
দিনেকের স্বাধীনতা, স্বর্গ-সুখ তায় হে,
স্বর্গ-সুখ তায়।'
(ক্ষত্রিয়দিগের প্রতি রাজার উৎসাহবাক্য)[১৩]

অথবা ভীমসিংহ দৈববানী শুনে 'পুত্রদিগের সহিত পরামর্শ' অংশে তাঁর সন্তানদের যে কথা বলেছেন তা যেন ভারতের নবীন যুবকদের প্রতি লক্ষ্য রেখেই রচিত। রঙ্গলাল ভীমসিংহকে দিয়ে বলিয়েছেন ---

'আর কেন বিলম্ব, সকলে অস্ত্র ধর।
এ নব বয়সে সব মায়া পরিহর।।

ধন জন জীবন যৌবন পরিবার।
সকলের আশা সুখ কর পরিহার।।
চল সবে সমর করিব প্রাণপণে।
রাখিব জাতীয় ধর্ম রুধির-তর্পণে।।'[১৪]

এখানে তিনি ব্যতিক্রমী। টডকে সর্ব্বান্তঃকরণে অনুসরণ করলেও তাঁর নিজস্বতা তাকে অমর করেছে। এ প্রসঙ্গে সমালোচক J.T.Shaw র মন্তব্য আমরা উল্লেখ করতে পারি। তিনি মন্তব্য করেছেন— 'Literary influence appears to be most frequent and most fruitful at the time of emergence of national literature and of radical change of a particular literary tradition in a given literature. In addition, it may accompany or follow social or political movements or especially upheavals'.[১৫]

কবি যুবশ্রেণীর মধ্যে জাতীয় চেতনা বোধ জাগাতে চেয়েছেন ঠিকই, কিন্তু কাব্য প্রণয়ণ কালে তিনি অলৌকিকতা থেকে নিজেকে মুক্ত রাখতে পারেন নি। তাই দৈববানী, কালীমূর্ত্তির আবির্ভাব, পুত্রদের একদিনের জন্য রাজ পদে অভিষিক্ত করা ইত্যাদি ঘটনার মধ্যে অলৌকিকতার প্রকাশ ঘটিয়েছেন। অবশ্য টডের গ্রন্থেও এসমস্ত বিষয় উল্লিখিত রয়েছে তা পূর্ব্বে উল্লেখ করা হয়েছে। আবার কিছু-কিছু অংশে রঙ্গলাল টডের কাহিনি থেকে সামান্য ঘরে গিয়ে নিজস্ব চিন্তার উন্মেষ ঘটিয়েছেন। চিতোর অবরোধ করায় ব্যর্থ আলাউদ্দীন ভীমসিংহকে প্রস্তাব দিলেন পদ্মিনীকে দর্পণে দেখার। টড লিখেছেন ---

'At length he restricted his desire to more sight of this extraordinary beauty and acceded to the proposal of beholding her through the medium of mirrors.'[১৬]

রঙ্গলালের কাব্যে পদ্মিনীই স্বয়ং সম্রাটের সম্মুখে আবির্ভূত হওয়ার পরিবর্তে কুলমর্যাদা রক্ষার কারণে দর্পণের মাধ্যমে আলাউদ্দীনকে দেখা দেবার পরিকল্পনা করেছেন। ভীমসিংহকে আলাউদ্দীন বন্দী করার পর, তাঁর বন্ধদশা ঘোচাবার পরিকল্পনা পদ্মিনী তাঁর খুল্লতাত গোরা এবং গোরার ভ্রাতুষ্পুত্র বাদলের সঙ্গে পরামর্শ করে করেছিলেন বলে টড বর্ণনা করেছেন। রঙ্গলাল একাব্যে পদ্মিনীকে স্বাধীন মত প্রকাশের সুযোগ করে দিয়েছেন। পদ্মিনী পত্রমারফৎ আলাউদ্দীনের সঙ্গে নিজের বিবেচনায় যোগাযোগ করেন। এখানে উনিশ শতকের নারীমুক্তি আন্দোলনের বিশেষ প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। নারী অর্দ্ধেক আকাশ নয় পূর্ণ মানবী, স্বাধীন মত প্রকাশের, স্বাধীনভাবে চিন্তা করে সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার তার আছে - একথা রঙ্গলাল বুঝিয়ে দিলেন পদ্মিনীর মাধ্যমে। কাব্যশেষে ভীমসিংহের শেষকৃত্য অজয়সিংহ পুষ্করতীর্থে সম্পাদন করেন এবং ভীলয়ারা প্রদেশে যাত্রা করেন বলে রঙ্গলাল বর্ণনা করেছেন; শেষকৃত্য সম্পাদন করার ঘটনা টডের 'রাজস্থানে' নেই - এটা কবির নিজস্ব কল্পনা। হয়তো হিন্দুমানসিকতা তাকে ভীমসিংহের পারলৌকিক ক্রিয়া সম্পাদনে বাধ্য করিয়েছে। পদ্মিনীর সতীত্ব রক্ষার্থে কৃত 'জহরব্রত' তাকে 'পদ্মিনী উপাখ্যান' রচনার অনুপ্রেরণা যুগিয়েছিল বলে আমরা মনে করতে পারি কারণ টডরচিত রাজস্থান কাহিনিকে আশ্রয় করে পরবর্ত্তী আরও দুখানা কাব্য রচনা করেন রঙ্গলাল যে কাব্যদ্বয়ের মূলবিষয় সতীত্ব। তিনি শূরসুন্দরীর মঙ্গলাচরণে উল্লেখও করেছেন ---

"স্বদেশীয় সতীগণ অবলা অখলা।
জ্ঞানবলে বুদ্ধিবলে কর গো সবলা।।'

এপ্রসঙ্গে আমরা ড. তপোধীর ভট্টাচার্যের মন্তব্য উল্লেখ করতে পারি। তিনি কবিসম্পর্কে মন্তব্য করেছেন --

'রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় যেহেতু ঐতিহ্যসচেতন কবি, ভারতীয় সমাজ ও সাহিত্যে অভিব্যক্ত মূল্যবোধ এবং সহস্রবর্ষব্যাপী স্থবির আচার-অনুশাসনের অভ্যাস সম্পর্কে তিনি অবশ্যই অবহিত ছিলেন। আবার, উনিশ শতকের জায়মান বিশ্ববীক্ষার তাগিদে 'পদ্মিনী' চরিত্রকে অভূতপূর্ব

চেতনার আলোকরশ্মিতে দেদীপ্যমান নারী-ব্যক্তিত্ব হিসেবে চিত্রণও ছিল ইতিহাস নির্দিষ্ট। রাজপুত ইতিহাসের এই খ্যাতকীর্ত্তি নারী শুধুমাত্র সৌন্দর্য ও চরিত্রগৌরবে মহীয়সী নন, নতুন কালের মাত্রায় পরিশীলিত হয়ে নতুন জীবনাদর্শেরও প্রতীক হয়ে উঠেছেন।'[১৭]

পদ্মিনী উপাখ্যানে রঙ্গলাল যদিও টড্ নির্দিষ্ট পথে চলেছেন শুধুমাত্র বংগীয় কবি হিসাবে নয়, নিখিল ভারতীয় উপাসক হিসাবে। তিনিই প্রথম বাঙালি কবি যিনি পাশ্চাত্য সাহিত্য থেকে আদর্শ ও বিষয়বস্তু অনুসরণ করে বাংলা ভাষায় সর্বপ্রথম কাব্যের অনুশীলন করলেন। কবি স্রষ্টা; সত্য ও সুন্দরের সঙ্গে পাঠকের পরিচয় করিয়ে দেন কবি। আবার কখনও-কখনও প্রতীক বা রূপকের সাহায্যে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। কবি রঙ্গলালও মানুষের আত্মকাহিনির মধ্যে বৃটিশ শাসককুলের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিল। ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে 'পদ্মিনী উপাখ্যান' প্রকাশিত হয় এবং সিপাহী বিদ্রোহ ঘটে ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে অর্থাৎ সিপাহী বিদ্রোহের ঠিক ১ বৎসর পর এককাব্যের সৃষ্টি। প্রধানতঃ উত্তর-পূর্বাঞ্চলে সিপাহী বিদ্রোহের প্রবলতা ঘটলেও বাংলাদেশ এই বিদ্রোহের প্রভাব থেকে মুক্ত হতে পারেনি। বৃটিশ শাসকবৃন্দ প্রাণভয়ে ভীত হয়ে উঠেছিল, সাধারন মানুষের মনে পরাধীনতার মর্মবেদনা ক্ষোভে প্রকাশ পেয়েছিল। বীর ও বীরাঙ্গনার প্রতি সম্মানবোধ জানাতে এবং সেইসঙ্গে মানুষের মনেও বীরত্বের প্রতি সম্ভ্রম জাগিয়ে তাদের শৌর্য জাগ্রত করবার পন্থা হিসাবেই পদ্মিনী উপাখ্যানের আয়োজন। এ প্রসঙ্গে আমাদের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে স্বাধীনতা চেতনাকামী রঙ্গলাল তবে কেন বিদেশী ঐতিহাসিককে অনুসরণ করলেন? এর উত্তর হিসেবে আমরা বলতে পারি যে পরলোকপীড়িত, অধ্যাত্ম, জীবন-বিমুখ, দৈব-নির্ভর কোনো দেব-দেবীর মহিমা মণ্ডিত ভারতীয় ভাষার কাহিনি না নিয়ে বরং ঠিক এর বিপরীত পুরুষাকারের জয়গানযুক্ত কাহিনিকে বেছে নিলেন রঙ্গলাল, যাকে ইংরেজীতে বলা হয় Humanity বা মানবতাবাদ। মোহিতলাল মজুমদার তাঁর 'সাহিত্য কথায়' এ প্রসঙ্গে বলেন--- 'য়ুরোপীয় কাব্যে মানুষের আত্মার পরিবর্তে, তাহার জীবধর্ম্মী প্রাণ-পুরুষের যে সার্ব্বজনীন রূপ যে 'Humanity'র উপলব্ধি আছে তাহাই সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ প্রেরণা। এই প্রেরণা হইতেই মায়া দর্পণে সৃষ্টি রহস্যের ছায়া প্রতিফলিত হয়। এইজন্য আমি ইহাকেই সাহিত্যের স্বধর্ম্ম বলিয়াছি। এই স্বধর্ম্ম-প্রেরণা জাগিয়েছিল বলিয়াই - য়ুরোপীয় সাহিত্যের সেই জীবন কাঠির স্পর্শে আমাদের সাহিত্যের শুষ্ক শাখা অকস্মাৎ মুঞ্জরিয়া উঠিয়াছিল' [১৮]

টড্ 'রাজস্থান' কাহিনির দ্বারা কবি, ঔপন্যাসিক, গল্পকার প্রভৃতি লেখকের মনে প্রেরণা জাগিয়েছিল। রঙ্গলাল এই প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে ভাবলোকের অনুভূতিময় প্রকাশ ঘটালেন। টডের 'রাজস্থান'-ইতিহাস রঙ্গলালের 'পদ্মিনী উপাখ্যান' ঐতিহাসিক কাব্য। কাব্য যখন ইতিহাস নির্ভর হয় তখন কোন-কোন ঐতিহাসিক চরিত্র অথবা ঘটনার ওপর বিশেষভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন ---

"তাঁহাদিগকে কেবল ব্যক্তিবিশেষ বলিয়া নহে। পরন্তু মহাকালের অঙ্গস্বরূপ দেখিতে হইলে দূরে দাড়াইতে হয়, অতীতের মধ্যে তাঁহাদিগকে স্থাপিত করিতে হয়, তাঁহারা যে সুবৃহৎ রঙ্গভূমিতে নায়ক স্বরূপ ছিলেন, সেটা শুদ্ধ তাঁহাদিগকে এক করিয়া দেখিতে হয়।

এই যে আমাদের প্রতিদিনের সাধারণ সুখ-দুঃখ হইতে দূরত্ব, আমরা যখন চাকরী করিয়া কাঁদিয়া-কাটিয়া খাইয়া-দাইয়া কাল কাটাইতেছি তখন, যে জগতের রাজপথ দিয়া বড়ো বড়ো সারথিরা কালরথ চালনা করিয়া লইয়া চলিতেছেন, ইহাই অকস্মাৎ ক্ষণকালের জন্য উপলব্ধি করিয়া ক্ষুদ্র পরিধি হইতে মুক্তিলাভ, ইহাই ইতিহাসের প্রকৃত রসাস্বাদ। (সাহিত্য - পৃঃ ১৫৮)[১৯]

এই ইতিহাসের রসাস্বাদ গ্রহণ এবং সবাকার মনে গ্রথিত করতে টড্ রচিত 'রাজস্থান' – এ আকর্ষিত হলেন রঙ্গলাল। রাজন্য ও সাধারণ মানুষের দিন-যাপনের অনেক ফারাক থাকা স্বত্বে জাতীয় ইতিহাসের প্রতি মানুষের মর্যাদাবোধ জাগরণের অর্থে তথা স্বদেশপ্রীতির প্রেরণালাভের অর্থে রঙ্গলাল রচিত প্রায় সব গ্রন্থই ইতিহাসণশ্রিত। 'পদ্মিনী উপাখ্যান' রচনা করে কবি তাঁর সৃষ্টিকার্য, সমাজ হিতৈষণার বিবেকবোধ, সনাতন ন্যায়নীতি সংরক্ষণ করে আধুনিক বাংলা কাব্যের রুচি পরিবর্তন করেছেন। কবিমানসে অতীতের শ্রী, গৌরব ও অনুরাগ বর্দ্ধনের রূপরেখা আনয়নে অবশ্যই জেমস টড ও মেরী হিটলীর সন্তান দ্বিতীয় জেমস টড যথেষ্ট কৃতিত্ব রাখেন। ড. সুকুমার সেনের বক্তব্য এ বিষয়ে প্রাসঙ্গিক। তিনি মন্তব্য করেছেন ---

"The beginning of the nineteenth century introduced English language and European thought in Bengal. Bengali which never had any pure literature now began to develop. The concept of literature was to some extent changed. The writers, who had English models before them had nothing to do with religion although they did not shake off the Puranic tradition of religion and morality. To these new writers Tod's Annals of Rajasthan opened rich field of new and delectable subject matter for their literary creations." [২০]

তথ্যসূত্র :

১। ভট্টাচার্য ধীরেন্দ্রনাথ, *সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস*, পৃঃ ৯২।
২। মুখোপাধ্যায় উপেন্দ্রনাথ, সম্পাদক, *রঙ্গলাল গ্রন্থাবলী*, পদ্মিনী উপাখ্যান, পৃঃ ৭১।
৩। *তদেব*, পৃঃ ৭০।
৪। *Annals and Antiquities of Rajasthan*, Vol. I, Chap VI, page 219.
৫। *Ibid*, Vol. I, Chap VI, page 219.
৬। সম্পাদক, মুখোপাধ্যায় উপেন্দ্রনাথ, রঙ্গলাল গ্রন্থাবলী, পদ্মিনী উপাখ্যান, পৃঃ ৭৭।
৭। *তদেব*, পৃঃ ৭৮।
৮। *Ibid*, Vol. I, Chap VI, page 219.
৯। *তদেব*, পৃঃ ৮৫।
১০। *তদেব*, পৃঃ ৮৫।
১১। *Ibid*, Vol. I, Chap VI, page 220-221.
১২। *তদেব*, পৃঃ ৯৬।
১৩। *তদেব*, পৃঃ ৯৯।
১৪। *তদেব*, পৃঃ ৯৭।
১৫। Newton P. Stallknecht and Horst Frenz Ed. *Comparative literature: Method and Perspective; 'Literary Indebtedness and Comparative Literary Studies*; Revised edition, 1971. P. 92
১৬। *Ibid*, Vol. I, Chap VI, page 219.
১৭। ভট্টাচার্য তপোধীর, *ঐতিহ্যের পুনর্নির্মাণ; মহাকাব্যের নান্দী পাঠ*, পৃঃ ৯০।
১৮। মজুমদার মোহিতলাল, *সাহিত্য কথা*, পৃঃ ৮৮-৮৯।
১৯। দেবী প্রভাময়ী, *বাংলা আখ্যায়িকা কাব্য*, পৃঃ ১৪-১৫।

২০। চক্রবর্তী ড. বরুণ কুমার, *টডের রাজস্থান ও বাঙ্গালা সাহিত্য,* "*Dr. Sukumar Sen's Lecture on 'Rajasthan and Bengal in literary concept'* on 10-12-75 at the Rajasthan Information Centre, Calcutta" –, পৃঃ ১৫।

সহায়ক গ্রন্থাবলী :

১। মুখোপাধ্যায় উপেন্দ্রনাথ, *রঙ্গলাল গ্রন্থাবলী*, কলিকাতা, বসুমতী সাহিত্য মন্দির।
২। চক্রবর্তী ড. বরুণ কুমার, *টডের রাজস্থান ও বাঙ্গালা সাহিত্য*, পুস্তক বিপণি – কলিকাতা, ১ম প্রকাশ- ১লা বৈশাখ, ১৩৮৮।
৩। ভট্টাচার্য তপোধীর, *ঐতিহ্যের পুনর্নির্মাণ*, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা –৭০০০০৯, ২য় প্রকাশ – কলকাতা বইমেলা – ২০০৮।
৪। দেবী প্রভাময়ী, *বাংলা আখ্যায়িকা কাব্য* (১৮৫০-১৯০০), কলিকাতা – ১৯৫৮।
৫। নাথ দ্বিজেন্দ্র লাল, *আধুনিক বাঙালী সংস্কৃতি ও বাংলা সাহিত্য*, জিজ্ঞাসা, কলিকাতা – ৯, ১ম সংস্করণ – ভাদ্র – ১৩৬৭ বঙ্গাব্দ।
৬। মিত্র সুরেশ চন্দ্র, *বাংলা কবিতার নবজন্ম*, ১ম প্রকাশ – ২৫শে বৈশাখ, ১৩৬৯।
৭। চৌধুরী ভূদেব, *বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা* (২য় পর্যায়), দেজ পাবলিশিং, কলকাতা – ৭৩, ১ম সংস্করণ – সেপ্টেম্বর, ১৯৮৪।
৮। মজুমদার মোহিতলাল, *সাহিত্য কথা*, বঙ্গভারতী গ্রন্থালয়, হাওড়া, ২য় সংস্করন অক্ষয় তৃতীয়, ১৩৬৬।
৯। সেন সুকুমার, *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস* (২য় খণ্ড) – ঊনবিংশ শতাব্দী, ইস্টার্ন পাবলিশার্স – কলকাতা – ৯, ষষ্ঠ সংস্করন, ১৩৭৭।